Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Chaitra 14, 1430 Bangla, March 28, 2024, Thursday, No. 88, 54th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Sheikh Hasina wants to know whether BNP can really boycott Indian products. Then why don't they burn the sarees of their wives? She also alleges, BNP has distorted the history of Bangladesh. (R. Today: 11)

AL GS says, BNP is main obstacle to implementation of democratic ideals in this country. Adds, BNP leaders should seek unconditional apology before nation for their undemocratic activities. (R. Today: 10)

BNP SG condemns & protests the death of a BD citizen & injuries of another in shooting by BSF. This incident once again proved that citizens of BD do not have any security & independence & sovereignty of the country is in grave danger now. (R. Tehran: 08)

JaPa chairman GM Quader says, youth are going abroad due to lack of work-oriented education system in country. Adds, due to lack of trust, country is depriving of talent of youth & manpower. (Jago FM: 12)

Bangladesh National Awami Party-Bangladesh NAP commented that Israel's illegal occupation and genocide of Palestine is destroying humanity. (Jago FM: 14)

Home ministry directs all events organized on the occasion of Bengali New Year 1431 must end by 6 pm. It also decides to ban "vuvuzela" flute, lanterns or fireworks. (VOA: 07)

BD National Commission for UNESCO denounces press release from Yunus Centre that Dr Yunus got tree of peace award from UNESCO as "motivated" & "fraudulent". The Commission will seek an explanation why legal action will not be taken against Muhammad Yunus & Yunus Center. (Jago FM: 16)

Education minister says, they plan to keep the school open every Saturday in future. However, teacher leaders have protested against this plan. They say that the teachers will take the field against it. (DW: 09)

Every year before Eid, many workers in country's garment factories don't get salaries & bonuses. Many factories are suddenly closed. Employees are laid off. This year, at least 416 factories are likely to face such problems. (Jago FM: 15)

Sonia Sultana, who had lost five of her family members from electrocution caused by a torn live wire in Moulvibazar, also died. With this, the entire family of 6 members died in electric shock.(R. Today: 10)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ১৪, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ২৮, ২০২৪, বৃহস্পতিবার, নং-৮৮, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

বিএনপি সত্যিকার অর্থে ভারতীয় পণ্য বর্জন করতে পারে কিনা জানতে চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তা হলে তারা বউদের কাছ থেকে শাড়িগুলো এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছেন না? বিএনপি বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতি করেছে বলেও অভিযোগ করেন সরকার প্রধান। (রে. টুডে: ১১)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি এদেশের গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। বিএনপি'র উচিত ছিল তাদের অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের জন্য জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া। (রে. টুডে: ১০)

বিএসএফ হাতে সীমান্তে ২ বাংলাদেশির হতাহতের ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে, বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনো নিরাপত্তা নেই। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এখন চরম সংকটে। (রে. তেহরান: ০৮)

দেশে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় তরুণরা বিদেশগামী হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান জিএম কাদের। আরও বলেন, দেশের প্রতি আস্থাহীনতার কারণে তরুণ সমাজের মেধা ও কর্মশক্তি বঞ্চিত হচ্ছে দেশ। (জাগো এফএম: ১২)

ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারিত্ব ও গণহত্যা মানবতাকে ধ্বংস করছে বলে মন্তব্য করেছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ। (জাগো এফএম: ১৪)

বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সব অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ফানুস আতশবাজি ও ভুভুজেলা বাঁশি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (ভোয়া: ০৭)

ইউনেসকো মুহাম্মদ ইউনূসকে `ট্রি অব পিস, পুরস্কার প্রদান করেছে এমন খবর প্রচারের জন্য ইউনেস্কোর নাম অপব্যবহার করে প্রতারণা ও পরিকল্পিত মিথ্যাচার করায় নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ইউনূস সেন্টারের বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার ব্যাখ্যা চাইবে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন। (জাগো এফএম: ১৬)

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামীতে সপ্তাহের প্রতি শনিবার স্কুল খোলা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। তবে শিক্ষামন্ত্রীর এই পরিকল্পনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। তারা বলছেন, শিক্ষকরা এর বিরুদ্ধে মাঠে নামবে। (ডয়চে ভেলে : ০৯)

প্রতি বছর ইদের আগে দেশের তৈরি পোশাক কারখানার বহু শ্রমিকের বেতন-বোনাস বকেয়া থাকে। হুটহাট বন্ধ করে দেওয়া হয় অনেক কারখানা। ছাঁটাই করা হয় কর্মীদের। এ বছরও ইদুল ফিতরের আগে দেশের অন্তত ৪১৬টি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য বেতন-ভাতা ও বোনাস হাতে পাবেন কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। (জাগো এফএম: ১৫)

মৌলভীবাজারের জুড়িতে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে তাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বাবা-মা ও তিন ভাইয়ের মৃত্যুর পর দগ্ধ শিশু সোনিয়া সুলতানাও মারা গেছে। এ নিয়ে এক বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল ৬ সদস্যের পুরো পরিবারের। (রে. টুডে: ১০)

বিবিসি

ইন্দিরা গান্ধী ও তাজউদ্দীন আহমদের মধ্যে ১৯৭১ সালে যেভাবে প্রথম যোগাযোগ হয়েছিল

পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ যখন ঢাকায় গণহত্যা চালিয়েছিল তখন থেকেই ভারতীয়রা তাদের সীমান্তে এলাকায় সতর্কতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের ঘটনা প্রবাহ কোন দিকে এগোচ্ছে সেদিকে কড়া নজর রাখছিল দিল্লি। অপারেশন সার্চ লাইটের পর শেখ মুজিবের পরিণতি কী হয়েছে সেটি তখনো পরিষ্কার নয়। তিনি কি বেঁচে আছেন নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে সেটি নিয়ে দিল্লির কাছে তাৎক্ষণিকভাবে কোন তথ্য ছিল না। ২৫ শে মার্চ গণহত্যার কয়েকদিনের মধ্যেই আওয়ামী লীগের অনেক সিনিয়র নেতা ভারত সীমান্তের দিকে রওনা হয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কিভাবে ভারতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন? এ লেখায় সেদিকে ফিরে তাকানো হয়েছে। ২৫শে মার্চ ঢাকায় গণহত্যা চালানো এবং এরপর স্বাধীনতার ঘোষণার পর থেকে ভারতে ইন্দিরা গান্ধী সরকার তাদের করণীয় নির্ধারণের জন্য নানা বৈঠক করে।

`অ্য গ্লোবাল হিস্ট্রি অব দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ, বইতে শ্রীনাথ রাঘভান লিখেছেন, মিসেস গান্ধী ও তার মুখ্যসচিব পি এন হাকসার একমত হন যে পূর্ব-পাকিস্তানের বিষয়ে তাদের সাবধানে পা ফেলতে হবে। পাকিস্তান জাতিসংঘের সদস্য। সেজন্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপের বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভালো ভাবে নেবে না। মি. রাঘভান লিখেছেন, ভারতীয় মহলে এই চিন্তা ছিল যে যতদিন পর্যন্ত মুজিব ও তার সহকর্মীরা তাদের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে না। তবে মিসেস গান্ধী ও তার রাজনৈতিক উপদেষ্টারা এটাও বুঝতে পারছিলেন যে পূর্ব-পাকিস্তানের বিষয়ে `কিছু একটা করার জন্য, সংসদের ভেতরে এবং জনগণের তরফ থেকে চাপ আসতে পারে। সেজন্য ইন্দিরা গান্ধী ২৬শে মার্চ সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বিরোধী দলগুলোর নেতাদের সাথে কথা বলেন। সেখানে তিনি তার চিন্তাভাবনা ব্যাখ্যা করেন। একই সাথে তিনি বিরোধী দলগুলোকে অনুরোধ করেন যাতে তারা এই বিষয়টি জনসম্মুখে বিতর্কের জন্য না আনেন। এর কয়েকদিন পরে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরন সিং ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন যে তারা পূর্ব-পাকিস্তানের ঘটনা প্রবাহে উদ্বিগ্ন এবং সেখানকার জনগণের দুর্দশার প্রতি তাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্যে বিরোধীরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা আরো পরিষ্কার বিবৃতি দাবি করে।

এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে বলেন, পূর্ব-পাকিস্তানের ঘটনার প্রতি তারা নজর রাখছেন। এবং একই সাথে তাদের যথাযথ আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া হয়ে ৩০শে মার্চ সন্ধ্যায় তাজউদ্দীন আহমদ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে হাজির হন। তার সাথে ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম। সেখানে তাদের সাথে দেখা হয় পশ্চিমবঙ্গের বিএসএফ-এর কর্মকর্তা গোলক মজুমদারের সাথে। এর আগে থেকেই বিএসএফ আওয়ামী লীগ নেতাদের সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করছিল। ভারতীয় ইতিহাসবিদ মি. রাঘভান লিখেছেন, সীমান্তে বিএসএফ কর্মকর্তার কাছে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের একটি তালিকা হস্তান্তর করেন তাজউদ্দীন আহমদ। তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গী আমীর-উল-ইসলাম তার 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি' বইতে লিখেছেন - সেদিন রাতেই তাজউদ্দীন আহমদ ও আমীর-উল-ইসলামকে একটি গাড়িতে করে কলকাতা বিমান বন্দরে নিয়ে যান গোলক মজুমদার। আমীর-উল-ইসলাম লিখেছেন, তাজউদ্দীন আহমদ ভারতে প্রবেশ করার পর বিষয়টি বিএসএফ প্রধানকে অবহিত করেন বাহিনীটির আঞ্চলিক কর্মকর্তা গোলক মজুমদার। সেজন্য বিএসএফ প্রধান জরুরী ভিত্তিতে দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেন।

কলকাতা বিমানবন্দরে তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় বিএসএফ-এর তৎকালীন মহাপরিচালক কে.এফ রুস্তামজির সাথে। "রুস্তমজি একসময় ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর নিরাপত্তা প্রধান ছিলেন। নেহেরু পরিবারের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর খুবই আস্থাভাজন," লিখেছেন আমীর-উল-ইসলাম। পরবর্তী তিনদিন তাজউদ্দীন আহমদ বিএসএফ কর্মকর্তাদের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করেন। এসব আলোচনায় তারা পূর্ব-পাকিস্তানে লড়াই চালিয়ে যাওয়া ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাদের সংকল্প ব্যক্ত করেন। বিএসএফ যাতে সীমান্তে বাংলাদেশের সৈন্যদের অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে সেজন্য সাহায্য চান তাজউদ্দীন আহমদ। কিন্তু বিএসএফ কর্মকর্তারা বুঝতে পারেন যে এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত তার একার পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সম্মতি প্রয়োজন। সেজন্য বিএসএফ মহাপরিচালক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দীনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। এপ্রিল মাসের এক তারিখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি পুরনো মালবাহী বিমানে করে তাজউদ্দীন আহমদ ও আমীর-উল-ইসলামকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের রাখা হয় বিএসএফ এর একটি গেস্টহাউজে। আমীর-উল-ইসলাম লিখেছেন, কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়া এবং ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দীন আহমদের দেখা করার বিষয়টি বেশ গোপনে হয়েছিল। তাদের দিল্লি যাত্রা যাতে কেউ টের না পায় সেজন্য মালবাহী বিমানে তাদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন আমীর-উল-ইসলাম। তাজউদ্দীন যখন দিল্লিতে পৌঁছান তখন সে শহরেই ছিলেন বাংলাদেশের সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান।

অধ্যাপক সোবহানের তার আত্মজীবনী 'আনট্রাঙ্কুয়াল রিকালেকশানস: দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট' বইতে তখনকার কিছু ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। "তাজউদ্দীন দিল্লি পৌঁছোবার পর বাংলাদেশের আন্দোলন নিয়ে কর্তৃত্বের সাথে কথা বলার যোগ্যতম ব্যক্তি স্পষ্টত তিনিই ছিলেন,„ লিখেছেন অধ্যাপক সোবহান। অধ্যাপক সোবহানের বর্ণনায়, "তিনি (তাজউদ্দীন) যখন দিল্লিতে আসেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সেসময় বঙ্গবন্ধুর বাইরে বাংলাদেশের আর কোন নেতাকে চেনা দূরে থাক, নামই শোনেনি। শুধু মুজিবই তখন আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছেন।„ তাজউদ্দীন দিল্লিতে পৌঁছানোর পরেও তার সম্পর্কে ভারতীয় কর্মকর্তারা নানাভাবে খোঁজখবর করছিল। তারা তাজউদ্দীন সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করছিল। কারণ, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করানোর আগে তাজউদ্দীন সম্পর্কে ভারতের কর্মকর্তারা সম্যক ধারণা নিতে চেয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর মুখ্যসচিব পি এন হাকসার রেহমান সোবহানের কাছে তাজউদ্দীন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বে দেবার জন্য আর কে থাকতে পারে? এটি ছিল হাকসারের জানার বিষয়। "তাজউদ্দীন সে সময় দিল্লিতে এসেছেন এটা না জেনেই আমি বলেছিলাম, এই ভূমিকা সম্ভবত তাজউদ্দীন আহমদ পালন করতে পারে,„ লিখেছেন রেহমান সোবহান। সেজন্য রেহমান সোবহান, আমীর-উল-ইসলাম এবং অন্যান্যরা তাজউদ্দীন আহমদকে পরামর্শ দেন যে শেখ মুজিবের অবর্তমানে তাকেই নেতৃত্বের ভার নিতে হবে। তিনি আশংকা করেছিলেন, নেতৃত্বের ভূমিকা নিলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী ও খন্দকার মোশতাকের মতো সিনিয়র নেতারা তার ওপর নাখোশ হতে পারেন। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকে তাজউদ্দীন আহমদ নিজেকে কীভাবে উপস্থাপন করবেন সেটি নিয়ে বড় সংশয় ছিল তার মনে।

`অ্য গ্লোবাল হিস্ট্রি অব দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ, বইতে শ্রীনাথ রাঘভান লিখেছেন, তাজউদ্দীন যদি নিজেকে শুধু আওয়ামী লীগের একজন সিনিয়র নেতা হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন তাহলে তিনি অনেক সহানুভূতি পাবেন। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ চালানোর জন্য যে রসদ দরকার সেটি হয়তো খুব একটা পাবেন না। এপ্রিল মাসের চার তারিখে তাজউদ্দীন আহমদ দেখা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দীন যখন দেখা করতে যান তখন অন্য কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এমনটাই লিখেছেন আমীর-উল-ইসলাম। সে বৈঠকের বিষয়টি পরবর্তীতে আমীর-উল-ইসলাম তাজউদ্দীনের কাছ থেকে জেনেছেন। "মিসেস গান্ধী বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। তাজউদ্দীন ভাইয়ের গাড়ি পৌঁছে যাবার পর তাকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী স্টাডি রুমে নিয়ে যান। স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রথম প্রশ্ন করেন - হাউ ইজ শেখ মুজিব? ইজ হি অলরাইট? (শেখ মুজিব কেমন আছে? তিনি ঠিক আছেন?)" লিখেছেন আমীর-উল-ইসলাম।

জবাবে তাজউদ্দীন বললেন, ২৫শে মার্চ রাত থেকে শেখ মুজিবের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। তবে শেখ মুজিব গ্রেফতার হওয়ার আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বলে জানান তাজউদ্দীন আহমদ। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এগিয়ে নেবার জন্য তিনি ভারতের সহায়তা কামনা করেন। শ্রীনাথ রাঘবন লিখেছেন, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকে তাজউদ্দীন বলেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং আওয়ামী লীগের পাঁচজন সিনিয়র নেতাকে দিয়ে ক্যাবিনেটও গঠন করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, তাজউদ্দীন নিজেকে সেই সরকারের প্রাধনমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরেছিলেন কী না সেটি পরিষ্কার নয়। তবে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতি এবং অন্যান্য সিনিয়র নেতারা ছত্রভঙ্গ থাকায় তাজউদ্দীন এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এই সংগ্রাম এগিয়ে নেবার দায়িত্ব তার কাঁধে। এরপরের দিন ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দীন আহমদ আবারো দেখা করেন। সে বৈঠকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি নিয়ে মিসেস গান্ধী কিছু বলেননি। তবে সীমান্তে বাংলাদেশি যোদ্ধাদের সহায়তা করার বিষয়টি তিনি আশ্বস্ত করেছেন। তবে সেটি কোন মাত্রায় হবে এবং কিভাবে হবে সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ভারতের দিক থেকে পরামর্শ দেয়া হয় একটি সরকার গঠনের জন্য। এছাড়া তাজউদ্দীন আহমদকে পরামর্শ দেয়া হয় একটি কমান্ড ও কমিউনিকেশন চ্যানেল স্থাপনের জন্য। যেখানে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থাকবে এবং যাদের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সহায়তা দেয়া হবে এবং ভারতের যোগাযোগ থাকবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য কোন ধরনের সাহায্য লাগবে সেটি নির্ণয় করতে ইন্দিরা গান্ধী একটি কমিটি গঠন করেন। ভারত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে রাজনৈতিক বিষয়গুলো দেখভাল এবং সব ধরনের সমন্বয় করবে রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং বা `র,।

অন্যদিকে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে। শ্রীনাথ রাঘবন লিখেছেন, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা হবার এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর সাথে তাজউদ্দীন আহমদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ১১ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ প্রচারিত হয়। এর দুইদিন পর অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীসভা গঠন করা হয় এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার তৎকালীন বৈদ্যনাথতলায় (বর্তমানে মুজিবনগর) অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। সে অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

স্যাটেলাইট ট্যাগ নিয়ে সুন্দরবনের কুমির ঘুরছে বরিশালের নদীতে

সুন্দরবনের লোনা পানির চারটি কুমিরের শরীরে স্যাটেলাইট ট্যাগ লাগানোর পরে দেখা যাচ্ছে, এর তিনটি সুন্দরবনে ফিরে গেলেও একটি বহু পথ ঘুরে এখন বরিশাল বিভাগের জেলা পিরোজপুরে ঘোরাফেরা করছে। কুমিরের আচরণ ও গতিবিধি জানতে সম্প্রতি চারটি কুমিরের গায়ে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার বসিয়ে সুন্দরবনে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে তিনটি সুন্দরবনের বিশাল এলাকায় চলে যায়। তবে একটি কুমির বন ছেড়ে মংলা, বাগেরহাট, মোড়েলগঞ্জ হয়ে এখন পিরোজপুরে ঢুকে পড়েছে। মাত্র এগারো দিনে প্রায় একশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছে কুমিরটি। গায়ে বসানো স্যাটেলাইটের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে কুমিরটি বুধবার সকালে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার তুষখালির একটি নদীতে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা আশা, নির্দিষ্ট সময় পর হয়তো আবারো সুন্দরবনে ফিরে আসতে পারে কুমিরটি। তবে আপাতত সে তার নিজের জন্য নিরাপদ পরিবেশ খুঁজছে। গত ১৬ মার্চ স্যাটেলাইট ট্যাগ বসিয়ে কুমিরটি অবমুক্ত করা হয়েছিলো সুন্দরবনের হারবাড়িয়া পয়েন্টে। এরপর এটি মংলা, রামপাল, বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ হয়ে পিরোজপুরে ঢুকেছে। বন বিভাগ বলছে, এই গবেষণার মাধ্যমে সুন্দরবনের কুমিরের চলাচল ও গতিপথ সম্পর্কে তারা জানতে চায়। বন সংরক্ষক ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ইমরান আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "আমরা মূলত এই গবেষণার মাধ্যমে তাদের আচরণ ও বসবাসের পরিবেশ বোঝার চেষ্টা করেছি। যে কুমিরটি বনের বাইরে গেছে সে হয়তো তার বসবাসের জন্য সুবিধাজনক জায়গা খুঁজছে„।

কুমিরের গায়ে স্যাটেলাইট ট্যাগ বসিয়ে নদীতে অবমুক্ত করার কাজটি যৌথভাবে করছে বন বিভাগ ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনসারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন)। তাদের সহযোগিতা করছে, জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (জিআইজেড)। আইইউসিএন এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার সারোয়ার আলম দীপু বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সুন্দরবনের কুমির কোথায়, কিভাবে বিচরণ করে তা নিয়ে বিস্তারিত কোন গবেষণা হয়নি। সে কারণেই স্যাটেলাইট ট্যাগ বসিয়ে এই গবেষণাটি করা হচ্ছে„। বিশ্বে পাখি, কচ্ছপ, নেকড়েসহ বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার বসিয়ে তাদের আচরণ নিয়ে গবেষণার নজির রয়েছে। তবে বাংলাদেশের কুমির নিয়ে এভাবে গবেষণা এই প্রথম করা হচ্ছে। গত ১৩ থেকে ১৬ই মার্চের মধ্যে মোট চারটি লোনা পানির কুমিরে এই স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার বসানো হয়। এই চারটি কুমিরের মধ্যে দুটি পুরুষ এবং দুইটি স্ত্রী কুমির। এদের মধ্যে পুরুষ কুমির জুলিয়েট সুন্দরবনের করমজলে অবস্থিত দেশের একমাত্র সরকারি কুমির প্রজনন কেন্দ্রের পুকুরে ছিল। আর স্ত্রী কুমির মধুকে সম্প্রতি যশোরের কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ির মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ির এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। এছাড়া বাকি দুটি কুমির ফাঁদ পেতে ধরা হয় সুন্দরবনের খাল থেকে। এই মোট চারটি কুমিরে স্যাটেলাইট ট্যাগ স্থাপন করে ছেড়ে দেওয়া হয় সুন্দরবনের খালে। এই কাজের জন্য আইইউসিএন বাংলাদেশ নিয়ে আসে কুমির গবেষক ড. সামারাভিরা ও পল বেরিকে। তারা দুজন অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলেন।

আইইউসিএন এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার সারোয়ার আলম দীপু বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই গবেষক টিমের পরিকল্পনা ছিল মোট পাঁচটি কুমিরের গায়ে স্যাটেলাইট ট্যাগ বসানো। সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করি আমরা„। তবে শেষ পর্যন্ত একটি বাদে মোট চারটি কুমিরের গায়ে বসানো হয় স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার। গত ১৩ মার্চ সুন্দরবনের করমজলের কুমির প্রজনন কেন্দ্র থেকে বাছাই করা হয় জুলিয়েট নামের একটি কুমিরকে। সকালেই সেটির শরীরে ট্যাগ বসানোর কাজ শুরু হয়। ট্যাগ বসানো শেষে ওই কুমিরটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় সুন্দরবনের করমজলের খালে। যশোরের চিড়িয়াখানা থেকে আনা `মধু, নামের আরেকটি কুমির আনা হয়েছিলো আগে থেকেই। একই দিন সেটিতেও স্যাটেলাইট ট্যাগ বসানো হয়। পরে সেটিকেও ছাড়া হয় একই খালে। ঐ গবেষক দল জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইল্ড লাইফ কম্পিউটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে এই স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার কিটটি। এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এটি পানির নিচে গেলেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কুমিরের গায়ে বসানো এই ট্রান্সমিটার কিটটির মেয়াদ এক বছর। ব্যাটারিচালিত এই যন্ত্রে থাকে একটি ক্ষুদ্র অ্যান্টেনা। যেটি সরাসরি যুক্ত থাকে স্যাটেলাইটের সাথে। ট্যাগ লাগানোর পরই চালু হয়ে যায় এর লোকেশন অপশন। সেটি প্রতি ঘণ্টার আপডেট তথ্য ম্যাপের মাধ্যমে শেয়ার করে। গবেষক দলের সদস্য মি. দীপু বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই কিটটির মেয়াদ এক বছর হলেও এটি চাইলে আরও বাড়ানো যাবে„। এর পরের দুই দিন রাতের অন্ধকারে সুন্দরবনের খাল থেকে ফাঁদ পেতে ধরা হয় আরো দু,টি কুমির। সেই দুটির গায়েও একইভাবে বসানো হয় এই স্যাটেলাইট ট্যাগ। কুমিরের মাথার ওপরের অংশে আঁশের মতো যে স্কেল থাকে। ওই স্যাটেলাইট ট্যাগটি বসানোর জন্য সেখানে ছোট একটা ছিদ্র করতে হয়। ওই ছিদ্রের মধ্যেই বসানো হয় এই স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটারটি।

বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ইমরান আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই ট্রান্সমিটার চিপটি খুব হালকা। যার ওজন দুই গ্রামেরও কম। যেটি একটি কুমিরের শরীরের ওজনের চেয়েও কয়েকগুণ কম। এই ধরনের চিপ বসানো হলে তাতে

কুমিরের কোন ক্ষতি হয় না„। কুমির প্রজনন কেন্দ্রের জুলিয়েট, যশোরের চিড়িয়াখানা থেকে আনা মধু এবং সুন্দরবনের খাল থেকে ফাঁদ পেতে ধরা আরও দুটি কুমিরের গতিপথ পর্যালোচনা করা হচ্ছে ওই দিন থেকেই।

এই গতিপথ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এর মধ্যে তিনটি কুমিরই আছে সুন্দরবনের মধ্যে। কিন্তু একটি কুমির অন্য পথে চলতে শুরু করেছে। ১৬ই মার্চ যে কুমিরটিকে সুন্দরবনের জংলা খাল থেকে ধরে গায়ে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার বসানো হয়, এর পরদিন থেকেই ওই কুমিরটি সুন্দরবন ছেড়ে ছুটছে লোকালয়ের দিকে। গত দশদিনে কুমিরটির গতিপথ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এই কুমিরটি সুন্দরবনের হারবাড়িয়া পয়েন্ট থেকে মংলা, রামপাল, বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ হয়ে বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলায় পৌঁছেছে। স্যাটেলাইট তথ্য বলছে, বর্তমানে বাকি তিনটি কুমিরই এখন অবস্থান করছে সুন্দরবনের মধ্যে নদী ও খালে। এর মধ্যে জুলিয়েট ও মধু ট্যাগধারী কুমির দুটি হারবাড়িয়া পয়েন্টের কাছাকাছি নদীতে রয়েছে গত কয়েকদিন ধরে। আর অন্য যে কুমিরটিকে করমজল থেকে ধরে ট্যাগ বসিয়ে সেখানকার খালে ছাড়া হয়েছিলো। সেটি এখন আশপাশের খালেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনটি কুমির সুন্দরবনের মধ্যে থাকলেও একটি কেন এত পথ পাড়ি দিয়ে লোকালয়ের নদীগুলোতে ঢুকে পড়েছে সেটি নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন আছে গবেষক দলেরও।

গবেষক সারোয়ার আলম দীপু বলছেন, "লোনা পানির কুমিরগুলো আসলে কোন কোন দিকে মুভ করে সেটা আমরা জানতে চেয়েছিলাম। স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া তথ্য আমাদের এক গবেষণার ধারণাকে স্পষ্ট করছে„। বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, নিচের দিকে সমুদ্রের কাছে নদীতেও অনেক স্যালাইন থাকে। আবার কোন কুমির যদি কম লবণাক্ততা পছন্দ করে, সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে আশপাশের নদী খালগুলোতে যায়। বিশেষজ্ঞ মি. আহমেদ বলেন, "ওই এলাকার পানিতে লবণাক্ততা কম বলে হয়তো সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। কিংবা সে যা খায় সেগুলো হয়তো সে বেশি পাচ্ছে সে কারণে কুমিরটি ওদিকে অগ্রসর হচ্ছে„। বর্তমানে বাংলাদেশে কেবল সুন্দরবন এলাকাতেই প্রাকৃতিক পরিবেশে লোনা পানির কুমির দেখা যায়। তারপরও এই পরিবেশে লোনা পানির কুমিরের এই প্রজাতির প্রজনন খুব একটা হচ্ছে না। আইইউসিএন,র গবেষক দলটি বলছে, কুমির নিয়ে এর আগে কিছু গবেষণা হলেও বিশদ কোন কাজ হয়নি। এ কারণেই কুমিরের অভ্যাস আচরণ জানার জন্য এই গবেষণাটি করা হচ্ছে। আইইউসিএন,র গবেষক মি. দীপু বিবিসি বাংলাকে বলেন, "কুমির কোন অঞ্চলে ডিম পারে, কোন অঞ্চলে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা কেমন সেটা জানার জন্য এমন গবেষণার পরিকল্পনা অনেক দিন আগে থেকেই ছিলও। এবার প্রথমবারের মতো যেটি শুরু হলো। বিশেষজ্ঞ ও বন কর্মকর্তারা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তন কিংবা লবনক্ততা বাড়া-কমার কারণেও জীবন জীবিকায় এক ধরণের প্রভাব পড়ছে। হুমকির মুখে পড়ছে এই বন্যপ্রাণীটি। কুমিরগুলোকে বাঁচাতে তাই এই ধরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। জিআইজেড এর `ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব সুন্দরবন ম্যানগ্রোভস অ্যান্ড দ্যা মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়া সোয়াস অব নো গ্রাউন্ড বাংলাদেশ, প্রকল্পের আওতায় এই গবেষণাটি চলছে।

বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এখন যেভাবে লোনা পানির কুমির নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। এই গবেষণা ফলপ্রসূ হলে মিঠা পানির কুমির নিয়েও এভাবে গবেষণা করা দরকার বলে মনে করি আমরা„। বাংলাদেশে লোনা পানির কুমির সুন্দরবনের বাইরে দেখা যায় না। প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আইইউসিএন ২০১৫ সালে বাংলাদেশে বিপন্ন প্রাণীর একটি তালিকা তৈরি করে। যা আইউসিএন রেড লিস্ট নামে পরিচিত। ওই তালিকায় লোনা পানির কুমিরকে বাংলাদেশে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কেবল সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশেই লোনা পানির কুমির দেখা যায়। এর বাইরে অন্য যেসব কুমির রয়েছে তার অধিকাংশই চিড়িয়াখানাগুলোতে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লোনা পানির কুমিরের এই প্রজাতির প্রজনন তেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই কুমিরের প্রজনন বৃদ্ধি ও লালন-পালনের জন্য ২০০০ সালে সুন্দরবনের করমজলে বন বিভাগের উদ্যোগে কুমির প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কুমির প্রজনন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক আজাদ কবীর বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এ পর্যন্ত কয়েক দফায় এই প্রজনন কেন্দ্রে জন্ম নেয়া লোনা পানির ২০০-র বেশি কুমির ছাড়া হয় সুন্দরবনের খালগুলোতে। এর মধ্যে লোনা পানির কুমির আছে ১০৭টি আর মিষ্টি পানির কুমির আছে মাত্র তিনটি। গবেষক ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তন, পানিতে লবণাক্ততা হ্রাস-বৃদ্ধি, নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরা, নৌযান চলাচল বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু কারণে বর্তমানে সুন্দরবন থেকে কুমিরের সংখ্যা দিন দিন কমছে।

বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ মি. আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমাদের নদীগুলোর মধ্যে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে জাল ফেলে মাছ ধরা হয় না। মিঠা পানির কুমিরগুলো জালে ধরা পড়ে। অনেক কুমির এ কারণে হারিয়ে গেছে। এ কারণে হুমকিতে আছে লোনা পানির কুমিরও„। বর্তমানে সুন্দরবনে কতগুলো কুমির আছে তা নিয়ে নানা ধরনের তথ্য পাওয়া গেলেও এ নিয়ে সঠিক কোন জরিপ বা তথ্য নেই বন বিভাগ কিংবা গবেষকদের কাছে। কেননা বিভিন্ন সময় যে গবেষণা হয়েছে সে সব তথ্যে বেশ গড়মিল রয়েছে। গবেষক সারোয়ার আলম দীপু বিবিসি বাংলাকে বলছেন, "একটি গবেষণা তথ্য বলছে সুন্দরবনে কুমির আছে দেড়শো থেকে দুইশটি। আরেকটি গবেষণার তথ্য বলছে আড়াই থেকে তিনশো লোনা পানির কুমির আছে সুন্দরবনে। সঠিক কোন তথ্য কারো কাছে নেই„। এই গবেষক একটি ধারণা দিয়ে বলছেন, সুন্দরবনে কুমির বসবাসের পরিবেশ ও ধারণা ক্ষমতা অনুযায়ী কুমির অনেক কম রয়েছে। তবে প্রাথমিক তথ্য

উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তিনি বলছেন, দুইশর বেশি কুমির এখন নেই সুন্দরবনের নদী ও খালে। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, পর্যটক বৃদ্ধি, মাছ ধরাসহ নানা কারণে আস্তে আস্তে কুমির যে বন থেকে সরে যাচ্ছে তার একটি উদাহরণ হতে পারে এই গবেষণা। যেমনটি দেখা গেছে স্যাটেলাইটের তথ্যেও। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শেষ করার নির্দেশনা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সব অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ফানুস আতশবাজি ও ভুভুজেলা বাঁশি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুধবার (২৭ মার্চ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশব্যাপী বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, বৈশাখী মেলা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে দেওয়া দিক-নির্দেশনাগুলো হলো-

১. দেশব্যাপী বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, বৈশাখী মেলা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলোতে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও আয়োজকেরা সমন্বয় করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।

২. রমনার বটমূল, রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হাতিরঝিল ও রবীন্দ্র সরোবরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সুইপিং, ডগস্কোয়াডসহ বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এসব অনুষ্ঠানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রয়োজনীয় ফোর্স ও গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ নজরদারি থাকবে।

৩. বাংলা নববর্ষ উদযাপন নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করছে, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

৪. বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বাংলা একাডেমি ও বিসিক আয়োজিত নববর্ষের মেলায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

৫. রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হাতিরঝিল ও রবীন্দ্র সরোবরসহ দেশে যেসব অনুষ্ঠান হবে তা সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শেষ করতে হবে।

৬. বর্ষবরণ অনুষ্ঠানগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে আয়োজকদের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সমন্বয় করে নিরাপত্তা প্রদান করবে।

৭. নববর্ষে কূটনৈতিক এলাকাসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও স্থাপনার বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

৮. নববর্ষ উদযাপনকালে ঢাকা মহানগর ও সারা দেশের অনুষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অগ্নিনির্বাপক গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সসহ ফায়ার সার্ভিস টিম ও মেডিকেল টিম থাকবে।

৯. বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে ইভটিজিং, ছিনতাই ও পকেটমারসহ যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট ও গোয়েন্দা বাহিনী নিয়োজিত থাকবে।

১১. নববর্ষে দেশের কারাগারগুলোতে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হবে।

১২. কোনো ধরনের ফানুস ওড়ানো বা আতশবাজি ফোটানো যাবে না।

১৩. বাংলা নববর্ষে মাদকের অপব্যবহার রোধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ: `খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে গবেষণায় আরও জোর দিতে হবে,

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ বলেছেন, আমরা খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। দেশের জীবিকানির্বাহী কৃষি এখন বাণিজ্যিকীকরণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমানে দেশে খাদ্যের কোন ঘাটতি নেই। তবে জনসংখ্যা বাড়ছে আর চাষের জমি কমছে। এসব কারণে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করার জন্য গবেষণা আরও জোরদারের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের স্বল্প জীবনকালীন ও উচ্চফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবন করতে এবং খাদ্যের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। বুধবার (২৭ মার্চ) সকালে রাজধানী ঢাকার খামারবাড়িতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি, শীর্ষক কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন। আব্দুস শহীদ বলেন, আমাদের বিজ্ঞানী ও গবেষণা সংস্থাগুলো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে নতুন জাত উদ্ভাবনে সময় কমিয়ে আনতে হবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে ফসলের নতুন উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার। বক্তব্য দেন কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত লিলি নিকোলস, কানাডার ইউনিভার্সিটি অব সাস্কাচুয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট বালজিত সিং, বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক এবিএম খালদুন।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

শ্রম প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম: `ঈদের ছুটির আগেই শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস দিতে হবে,

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, ঈদের ছুটির আগেই গার্মেন্টসসহ সব সেক্টরের শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ করতে হবে। বুধবার (২৭ মার্চ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৭৭তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। নজরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, মালিক-শ্রমিক উভয়ের মধ্যে আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে সরকারি ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে যাতায়াতের সুবিধা অনুযায়ী আসন্ন ঈদের ছুটি দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, ঈদের আগে (মালিকপক্ষ) কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারবে না। কোনো ক্রমেই ঈদের ছুটি সরকারি ছুটির কম হবে না। সভায় অংশ নেন-শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব হোসেন, শ্রম অধিদপ্তরে মহাপরিচালক মো. তরিকুল আলম, বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি আরদাশির কবির, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. শহীদুল্লাহ বাদল, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

পররাষ্ট্রসচিব মোমেন: বাংলাদেশ বৈষম্যহীন বৈশ্বিক ডিজিটাল ব্যবস্থায় আগ্রহী

পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন, "বাংলাদেশ বৈষম্যহীন বৈশ্বিক ডিজিটাল ব্যবস্থা চায়। তাই সরকার গ্লোবাল ডিজিটাল কমপ্যাক্টকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, একটি দেশের অধিকার রক্ষায় কর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জীবন ব্যবস্থার আলোকে ডিজিটাল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ রয়েছে। গ্লোবাল ডিজিটাল কমপ্যাক্ট: অ্যান ওপেন, ফ্রি, অ্যান্ড সিকিউর ডিজিটাল ফিউচার ফর অল, এবং `সামিট অব দ্য ফিউচার ২০২৪ শীর্ষক এক পরামর্শ সভায় এসব কথা বলেন তিনি। বুধবার (২৭ মার্চ) ঢাকার একটি হোটেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপির সহযোগিতায় বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভরন্যান্স ফোরাম (বিআইজিএফ) ও বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশনের (বিএনএনআরসি) উদ্যোগে এই পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরামর্শ সভায় সরকার, নাগরিক ও যুব সমাজ, শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যম, কারিগরি সমাজ ও বেসরকারি খাতের শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। গ্লোবাল ডিজিটাল কমপ্যাক্টের সঙ্গে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে সরকারের যে লক্ষ্য তার যেন প্রতিফলন থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখারও আহ্বান জানান মাসুদ বিন মোমেন।

সভায় প্রযুক্তির সহজপ্রাপ্যতা ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের তাগিদ দেন সাবেক মন্ত্রী ও বিআইজিএফের চেয়ারপারসন হাসানুল হক ইনু। তিনি বলেন, সারা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও ডিজিটাল রূপান্তরের কম্পনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সঠিক ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল রূপান্তরকে নিরাপদ করতে হবে। বৈশ্বিক সহযোগিতা ও কার্যকর বহুপক্ষীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আগামী ২৫ বছরে বিশ্বকে কোথায় দেখতে চান `আওয়ার কমন অ্যাজেন্ডা, রিপোর্টের মাধ্যমে জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলোর অনুরোধে সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের নিজের একটি ভিশন তুলে ধরা হয়। ১২টি অ্যাজেন্ডা নিয়ে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। ১২টি অ্যাজেন্ডার মধ্যে মধ্যে অন্যতম `গ্লোবাল ডিজিটাল কমপ্যাক্ট, । প্রথমবারের মতো সকলের জন্য একটি উন্মুক্ত, অবাধ ও নিরাপদ ডিজিটাল ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে সামিট অব দ্য ফিউচারের মাধ্যমে পাস হতে যাচ্ছে এই গ্লোবাল ডিজিটাল কমপ্যাক্ট। এ উদ্দেশ্য এ বছরের ২২-২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে `সামিট অব দ্য ফিউচার ২০২৪, । পরামর্শ সভায় দ্বিতীয় সেশনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা ফেলো তাহরীন তাহরিমা চৌধুরী। আলোচক ছিলেন ফরেন ইনভেসটরস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফআইসিসিআই) নির্বাহী পরিচালক টি আই এম নুরুল কবির, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ফাইয়াজ মুরশিদ কাজি। দ্বিতীয় সেশন সঞ্চালনা করেন টিভি টুডের প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মঞ্জরুল আহসান বুলবুল। ফিউচার অব দ্য সামিট নিয়ে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, ভূমিকা ও কর্ম পরিকল্পনা কী হবে তা তুলে ধরেন আলোচকেরা। সমাপনীতে বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খলিল-উর-রহমান ও ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টিফান লিলার। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন আইসিটি ডিভিশনের অধীনে এইটুআই এর পলিসি অ্যাডভাইজার আনির চৌধুরী। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা চরম সংকটে : মির্জা ফখরুল

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হাতে সীমান্তে ২ বাংলাদেশির হতাহতের ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ (বুধবার) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ

প্রতিবাদ জানান তিনি। নওগাঁর পোরশা উপজেলার সীমান্তে গতকাল (মঙ্গলবার) বিএসএফের গুলিতে আল আমিন নামের এক বাংলাদেশি নিহত হন। আর লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার দুর্গাপুর সীমান্তে গুলি করার পর লিটন মিয়া নামের (১৯) এক বাংলাদেশি তরুণকে নিয়ে যায় বিএসএফ। দুই ঘটনার পর আজ এক বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব বলেন, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের দিনেও সীমান্তে পৈশাচিকভাবে একজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, আরেকজনকে গুলি করে তুলে নিয়ে গেছে বিএসএফ। এ ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে, বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনো নিরাপত্তা নেই। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এখন চরম সংকটে। বিএনপি মহাসচিব বলেন, সীমান্তে এক বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা ও আরেকজনকে গুলি করে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরও ডামি সরকার ও তাদের মন্ত্রীরা এখনো নিশ্চুপ রয়েছে। ক্ষমতার জন্য তাঁরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব দুর্বল করতেও দ্বিধা করেন না বলে মন্তব্য করেন। (রেডিও তেহরান: ২০৩০ ২৭.০৩.২০২৪ এলিনা, গাজী আবদুর রশীদ)

এনএইচকে

পাকিস্তানে দৃশ্যত আত্মঘাতী হামলায় চীনা প্রকৌশলীসহ ৬ জন নিহত

একটি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি উত্তরপশ্চিম পাকিস্তানে একটি বহরে আঘাত করলে বিস্ফোরণ ঘটে এবং এর ফলে পাঁচ চীনা প্রকৌশলী ও একজন পাকিস্তানি চালক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের একটি পাহাড়ি এলাকায় একটি প্রধান সড়কে এই বিস্ফোরণটি ঘটে। বহরটি একটি বাঁধ নির্মাণ স্থানের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, এই বহরটি বাঁধ প্রকল্পের সাথে জড়িত প্রকৌশলী ও নিরাপত্তা কর্মীদের বহন করছিল। তারা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, বিস্ফোরণের পরে একটি গাড়ি খাদে পড়ে যায়, যার ফলে ৬ জনের মৃত্যু হয়।পুলিশ ধারণা করছে যে, এটি একটি আত্মঘাতী বোমা হামলা যা চীনা নির্মাণকর্মীদের লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। তারা বলছেন হামলাকারী বলে ধারণা করা একজন ব্যক্তিও এতে মারা গেছেন।চীনের প্রতি অসন্তুষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো পাকিস্তানে ইতোপূর্বেও একাধিক হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হয়। গত বুধবার দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের গোয়াদরে একটি বন্দর কেন্দ্রে সশস্ত্র একটি গোষ্ঠী হামলা চালায়। এই স্থানটি চীনের নেতৃত্বাধীন বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগের মূলভিত্তি হিসেবে পরিচিত। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

রমজানে নয়, আগামীতে প্রতি শনিবার স্কুল খোলা?

বাংলাদেশে শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। তবে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামীতে সপ্তাহের প্রতি শনিবার স্কুল খোলা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। চলতি বছর রমজানের কয়েকদিন আগে রোজায় স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে এর বিরোধিতা করেছিলেন কেউ কেউ। শেষ পর্যন্ত বিষয়টা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। অ্যাডভোকেট ইলিয়াস আলী মন্ডল নামে একজন আইনজীবীর রিটে প্রথমে হাইকোর্ট স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত স্থগিত করেন, পরে রোজা শুরুর প্রথম দিন ১২ মার্চ আপিল বিভাগ হাইকোর্টের সেই আদেশ স্থগিত করে স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত দেয়। রমজানের সময় ১৫ দিন সরকারি-বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম চালু রাখার কথা বলা হয়। অন্যদিকে, রমজানের প্রথম ১০ দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম চালু রাখার কথা বলা হয়। প্রসঙ্গত, আগের বছর রমজানে স্কুল বন্ধ ছিল। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেন, "রমজানে স্কুল খোলা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রচার-অপপ্রচার হয়েছে। যেহেতু এই বছর বিষয়টি এসেছে, আমরা আগামীতে চেষ্টা করবো কীভাবে এটি কাঠামোর মধ্যে আনা যায়। বছরে ৫২টি শনিবার রয়েছে, সেখানে কিছুটা খোলা রেখে রমজানের ক্ষেত্রে যে বিতর্ক হচ্ছে, বিতর্ক সৃষ্টির অপপ্রয়াস যারা করছে, সেটি আমরা বন্ধ করতে পারি।„

শিক্ষামন্ত্রীর এই পরিকল্পনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। বাংলাদে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভুঁইয়া ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``শনিবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার কোনো রকম সিদ্ধান্ত আমরা মনবো না। আমরা আন্দোলনের কর্মসূচি দেবো। শিক্ষকরা এর বিরুদ্ধে মাঠে নামবে।„ তার কথা, "অনির্বাচিত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হওয়ায়ই তিনি ওই কথা বলতে পেরেছেন। সরকারি ছুটি শুক্র, শনি দুই দিন। আর উনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শনিবার খোলা রাখবেন। তার বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। দেশে ছয় লাখ শিক্ষক ও তাদের পরিবার এবং ছাত্র ও অভিভাবকরা শনিবার স্কুল খোলা থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এক দেশে তো দুই আইন চলতে পারে না।„ আর প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারি শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শামসুদ্দিন মাসুদ বলেন, "সপ্তাহে দুই দিন ছুটি- এটা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত। শিক্ষামন্ত্রীর কথায় শনিবার ছুটি বাতিল হতে পারে না। আমরা এটা মানবো না। আমার মনে হয় শিক্ষামন্ত্রী তার নিজের চিন্তার কথা বলেছেন।„

মিরপুরে থাকেন জেসমিন লিপি। তার সন্তান চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। তিনি বলেন, "এবার তো আমরা প্রচণ্ড মানাসিক চাপে ছিলাম। কী হবে বুঝতে পারছিলাম না। প্রথম রোজায়ও জানতাম না স্কুল খোলা না বন্ধ। এভাবে তো হতে পারে

না। আসলে শিক্ষা নিয়ে কেউ ভাবে বলে মনে হয় না।„ তার কথা, "এখন শুনছি শনিবারে স্কুল খোলা থাকবে। এটা কোন বিবেচনায়? আমি কর্মজীবী নারী। ছুটির দিনে আমার অনেক ব্যক্তিগত কাজ থাকে। আর সবাই দুই দিন ছুটিতে অভ্যস্ত। সব বন্ধ থাকবে, স্কুল খোলা থাকবে- এটা কী রকম হয়?„ আরেক অভিভাবক শাকিল আহমেদ বলেন, "আসলে রমজানে স্কুল বন্ধ থাকার প্রশ্ন উঠেছে ঢাকার তীব্র যানজটের কারণে। রমজানে যানজট বেড়ে যায়। আমরা তো রমজানে ক্লাস করেছি, পরীক্ষা দিয়েছি। এখনো তো কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকে। আমরা মনে হয় কেউ কেউ ধর্মীয় আবেগে কথা বলছেন। আবার শনিবার স্কুল খোলা রাখলে তা হবে আরেকটি ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ, দেশ এক নিয়মে চলে, স্কুল আরেক নিয়মে চলবে তা তো হয় না,„ বলেন তিনি। আর বাংলাদেশ অভিভাবক ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, "শনিবার ছুটি বাতিল করা হলে সবারই একটা ছুটির প্ল্যান থাকে। শনিবার স্কুল খোলা থাকলে অভিভাবকরা ওই ছুটির দিন কোনো কাজে লাগাতে পারবেন না।„ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "রমজানে যারা স্কুল বন্ধ রাখার দাবি তুলেছেন তাদের ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কিন্তু এর জন্য দায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সারা বছরের ক্যালেন্ডার থাকবে। সেইভাবে স্কুল খোলা ও বন্ধ থাকবে। এখানে রমজান বিষয় না। আলদা কেন সিদ্ধান্ত হবে?„

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মজিবুর রহমানের কথা, "ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলবে। কখন বন্ধ, কখন খোলা, কখন পরীক্ষা তার ক্যালেন্ডার তো আগেই তৈরি হয়ে যাবে। হঠাৎ করে বছরের মাঝখানে বন্ধ, খোলার বিতর্ক আসবে কেন? এটা শিক্ষা নিয়ে পরিকল্পনাহীনতার কারণে হয়।„ তিনি বলেন, "শনিবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী কি স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলেছেন? এরকম একটি কথা বলে তিনি একটা অস্থিরতা তৈরি করেছেন। আর রমজান শুরুর আগে কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রজ্ঞাপন দিতে হবে। এটা তো আগে থেকেই অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে থাকবে। আর এই সুযোগে ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। আর অভিভাবক ও ছাত্ররা ছিল মানসিক চাপে।„ শিক্ষাবিদ অ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ বলেন, "আসলে শিক্ষা নিয়ে এখানে সঠিক কোনো পরিকল্পনা নেই। সুদুরপ্রসারী কোনো চিন্তা নেই। কেউ শিক্ষা নিয়ে ভাবে বলে মনে হয় না। সেটা ভাবলে ছুটি নিয়ে এতটা সংকট তৈরি হয় না। সব চলছে অ্যাডহক ভিত্তিতে। তাই যখন যেটা মনে আসে সেটা বলে।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

এদেশের গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা বিএনপি : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি এদেশের গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। বিএনপি'র উচিত ছিল তাদের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের জন্য জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া। অথচ তারা সেটি না করে অন্যায় দুরভিসন্ধিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে। বুধবার বিকেলে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষর করা এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের আরো বলেন, গণতন্ত্র হত্যাকারীরা যখন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলেন তখন বুঝতে হবে তাদের ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে।

(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২৭.০৩.২০২৪ এলিনা)

মৌলভীবাজারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনায় বাবা-মা ও তিন ভাইয়ের পর মারা গেলেন শিশু সোনিয়াও

মৌলভীবাজারের জুড়িতে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে তাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বাবা-মা ও তিন ভাইয়ের মৃত্যুর পর দগ্ধ শিশু সোনিয়া সুলতানাও মারা গেছে। বুধবার ভোরে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে সে মারা যায়। সোনিয়া উত্তর গোয়ালবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ছিল। এ নিয়ে এক বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল ৬ সদস্যের পুরো পরিবারের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাকপ্রতিবন্ধী ফয়জুর রহমান দিনে ঠেলা চালিয়ে এবং রাতে স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নৈশপ্রহরীর কাজ করে সংসার চালাতেন। নিজের জমি না থাকায় পরিবার নিয়ে একই ইউনিয়নের পূর্ব গোয়ালবাড়ী গ্রামে রহমত আলীর টিলা বাড়িতে ঘর তৈরি করেন। সেই ঘরে ছিল না বিদ্যুতের সংযোগ। তবে ঘরের ওপর দিয়ে আগে থেকেই পল্লী বিদ্যুতের ১১ হাজার ভোল্টের লাইন টানানো ছিল। মঙ্গলবার ভোরে বজ্রপাতসহ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। বজ্রপাতের পর পাশের খুঁটি থেকে একটি তার ছিঁড়ে ফয়জুরের ঘরের ওপর পড়ে। এতে টিনের চালের ঘরটি বিদ্যুতায়িত হলে ওই পরিবারের পাঁচ সদস্য মারা যান। বুধবার ভোর ৪টায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে মারা যায় সোনিয়া। ফয়জুরের ঘরে বিদ্যুৎ না থাকলেও বিদ্যুতের কারণেই ছারখার হতদরিদ্র এ পরিবার। সোনিয়ার মামা আব্দুল আজিজ গণমাধ্যমকে জানান, সোনিয়ার শরীরের ২৫ শতাংশ পুড়ে যায় বলে জানান চিকিৎসকরা। প্রথমে তাকে সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মঙ্গলবার রাতে তাকে ঢাকায় নেওয়া হয়। ঢাকায় পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরই সে মারা যায়। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৭.০৩.২০২৪ আসাদ)

বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশী নাগরিকের নিহত; তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব

নওগার পোরশা উপজেলার সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে আল আমিন নামের এক বাংলাদেশীকে হত্যা এবং লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার দুর্গাপুর সীমান্তে গুলি করার পর লিটন মিয়া নামের এক বাংলাদেশী যুবককে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের দিনেও সীমান্তে পৈশাচিকভাবে একজনকে গুলি করে হত্যা হয়েছে। আরেকজনকে গুলি করে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ। এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিকদের কোন নিরাপত্তা নেই এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এখন চরম সংকটে। বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন এই ঘটনার পরও ডামি সরকার ও তাদের মন্ত্রীরা এখনো নিশ্চুপ। প্রতিবাদ বা কোন পদক্ষেপ নেয়া তো দূরের কথা টু শব্দটিও পর্যন্ত তারা করেনি। ডামি সরকারের নতজানু নীতির কারণে বাংলাদেশের নাগরিকদের জীবন নিরাপত্তাহীন বলেও মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৭.০৩.২০২৪ আসাদ)

প্রায় সাত ঘন্টা পর ঢাকাও খুলনার মধ্যে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে

প্রায় সাত ঘন্টা পর পাবনার ঈশ্বরদিতে তেলবাহী ও মালবাহী ট্রেনের লাইনচ্যুত দুটি বগি পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে। তারপর ঢাকা খুলনার সঙ্গে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। পাকশী পশ্চিমাঞ্চল বিভাগীয় রেলওয়ের ব্যবস্থাপক শাহ সুফি নুর মোহাম্মদ বুধবার সকালে গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১:৫০ মিনিটে পাবনার ঈশ্বরদি জংশন স্টেশনে তেলবাহী ট্রেন ও মালবাহী ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষে দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে ঢাকার সঙ্গে খুলনা রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তবে এতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা তদন্ত করতে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে কার্যালয়। কমিটিকে আগামী তিন কর্ম দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৭.০৩.২০২৪ আসাদ)

দেশের ৫ বিভাগে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

রাজধানী ঢাকা সহ দেশের পাঁচটি বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের আভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। বুধবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এমন বার্তা দিয়েছে সংস্থাটি। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে রংপুর, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা অথবা ঝড় হওয়ার সহ বৃষ্টি অথবা বজ্র বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্য জায়গায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ আবহাওয়া সাধারণত সুস্থ থাকতে পারে। এ সময় সারা দেশের দিনের তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৭.০৩.২০২৪ আসাদ)

হবিগঞ্জের লাখাইয়ে গণপিটুনিতে এক ডাকাত নিহত

হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় গণপিটুনিতে এক ডাকাত নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে উপজেলার বোল্লা ইউনিয়নের কুয়াকাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ডাকাত সরদার হীরাজ মিয়া সদর উপজেলার বাসিন্দা। লাখাই থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল খায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন রাত আনুমানিক বারোটার দিকে ওই স্থানে কয়েকজন ডাকাত মোটরসাইকেল সহ বিভিন্ন যানবাহনে থামিয়ে ডাকাতি করছিল। এ সময় গ্রামবাসী ধাওয়া দিয়ে ধরে হীরাজ মিয়াকে গণপিটুনি দেয় আর জনতার ধাওয়া খেয়ে বাকি ডাকাতরা পালিয়ে যায়। গুরুত্ব আহত অবস্থায় হীরাজ মিয়াকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠালে সেখানে তার মৃত্যু হয়। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৭.০৩.২০২৪ আসাদ)

বিএনপি নেতারা কি ভারতীয় পণ্য বর্জন করতে পারবে প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীর

বিএনপি সত্যিকার অর্থে ভারতীয় পণ্য বর্জন করতে পারে কিনা জানতে চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত সমালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন বিএনপির এক নেতা চাদর খুলে বলে দিয়েছেন ভারতের পণ্য ব্যবহার করবেন না। যে নেতারা বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করবেন তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে। তারা বউদের কাছ থেকে শাড়িগুলো এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছেন না? প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন ভারতীয় মসলা তারা খেতে পারবে কিনা এর উত্তরও তাদের দিতে হবে। বিএনপি নেতারা সত্যিই এই পণ্য বর্জন করছে কিনা তা আমরা জানতে চাই। বিএনপি বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতি করেছে বলেও অভিযোগ করেন সরকার প্রধান।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৭.০৩.২০২৪ আসাদ)

দণ্ড স্থগিত রেখে খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ আরো ছয় মাস বাড়ালো সরকার

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত রেখে মুক্তির মেয়াদ আরো ছয় মাস বাড়ালো সরকার। বুধবার রাষ্ট্রপতির আদেশে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগের উপ সচিব মো. আবু সাঈদ মোল্লা

প্রজ্ঞাপনে সই করেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে সরকারের নির্বাহী আদেশে আগের মত দুই শর্তে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতার মেয়ার আরো ৬ মাস বাড়ানো হয়েছে। এ নিয়ে সরকারের নির্বাহী আদেশে ৮ বারের মত তার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হলো। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৭.০৩.২০২৪ আসাদ)

দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদ ছড়াচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার : মীর্জা ফখরুল

আওয়ামী লীগ এখন শুধু ফ্যাসিবাদী নয় তারা সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদ ছড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন দেশটা দুই ভাগে ভাগ করছে সরকার। একটি হলো আওয়ামী লীগ আর একটি হল বিরোধী দল। বুধবার দুপুরে কাকরাইলে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে এক সমালোচনা সভায় এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল। এ সময় তিনি সংগ্রামের বিকল্প নেই জানিয়ে বিশ্ব রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে দলের কৌশল নির্ধারণের কথাও বলেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৭.০৩.২০২৪ আসাদ)

সরকারি ছুটির চেয়ে শ্রমিকদের ছুটি কম দেওয়া যাবে না: শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী

সরকারি ছুটির চেয়ে শ্রমিকদের ছুটি কোনোভাবেই কম দেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম চৌধুরী। বুধবার সচিবালায়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন ঈদের আগেই শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করতে হবে। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সরকারি ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে যাতায়াতের সুবিধা অনুযায়ী ছুটি দিতে হবে। এছাড়া ঈদের আগে কোন শ্রমিককে ছাঁটাই করা যাবে না এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৭.০৩.২০২৪ আসাদ)

ঈদুল ফিতরের আগেও পরে ১১ দিন নৌপথে বাল্ক হেড চলাচল বন্ধ থাকবে: নৌ পুলিশ প্রধান

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদের আগেও পরে মোট ১১ দিন সব ধরনের বাল্কহেড চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন নৌপুলিশ প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মোঃ আব্দুল আলিম মাহমুদ। এছাড়া শুধু রাতে স্পিডবোড বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বুধবার দুপুরে পুলিশ প্লাজায় ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নৌপথের আইন-শৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। নৌ পুলিশ প্রধান বলেন ঈদে নৌপথ ব্যবহারকারী ঘরমুখো মানুষের যাত্রা সহজ ও নিরাপদ করতে নৌপুলিশ আগামী এপ্রিল ৩সরা থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৭.০৩.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

কর্মমুখী শিক্ষা না থাকায় বিদেশগামী হচ্ছে তরুণরা: জিএম কাদের

দেশে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় তরুণরা বিদেশগামী হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের। বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে জাতীয় ছাত্র সমাজের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে এ মন্তব্য করেন তিনি। জিএম কাদের বলেন, তরুণ সমাজের জন্য মানসম্মত ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। তরুণ সমাজ বিদেশমুখী হচ্ছে। তারা যে কোনোভাবে বিদেশে যেতে চাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, দেশের প্রতি আস্থাহীনতার কারণে তরুণ সমাজের মেধা ও কর্মশক্তি বঞ্চিত হচ্ছে দেশ। যারা দেশে থাকছেন, তারা কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশ হয়ে পড়ছেন। হতাশা থেকে তরুণ সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর তিন ভাগের দুই ভাগই তরুণ। প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ বলেন, এই তরুণদের ৪০ শতাংশ অলস জীবন-যাপন করছে। তাদের শিক্ষা নেই, প্রশিক্ষণ নেই। বেকার এই তরুণরা সমাজের কোনো কাজেই আসছে না। বিশাল এই তরুণ জনগোষ্ঠীকে কীভাবে কর্মক্ষম করে দেশের স্বার্থে কাজে লাগানো যায় এটাই বর্তমানে বড় চ্যালেঞ্জ। তরুণরা সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে পড়েছে। আইনশৃঙ্খলা অবনতির অন্যতম কারণ হয়ে উঠছে মাদকাসক্ত তরুণ সমাজ। গোলাম মোহাম্মদ কাদের আরও বলেন, সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশে চিকিৎসা সেবা নেই বললেই চলে। যাদের টাকা আছে তাদের জন্য বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কিছুটা চিকিৎসা আছে। আর, যাদের টাকা নেই তাদের জন্য চিকিৎসার নামে কিছুই নেই। অথচ, চিকিৎসা সেবা আধুনিকায়নে বছরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সেবার মান কিছুটা উন্নত করা গেলে দেশের কয়েকশো কোটি টাকা দেশে রাখা সম্ভব হবে। সরকার কেন বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছে না আমরা বুঝতে পারি না। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

আওয়ামী লীগ এখন সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদ ছড়াচ্ছে: ফখরুল

আওয়ামী লীগ এখন শুধু `ফ্যাসিবাদী, নয়, তারা `সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদ, ছড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, দেশটা দুই ভাগে ভাগ করেছে সরকার। একটি হলো আওয়ামী লীগ, আর একটি বিরোধীদল। শুধু তাই নয়, বর্ণবাদ সৃষ্টি করেছে আওয়ামী লীগ। বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের বাড়িঘর, দোকান ও ব্যবসা দখল করে নিচ্ছে। এসময় তিনি সংগ্রামের বিকল্প নেই জানিয়ে বিশ্ব

রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে দলের কৌশল নির্ধারণের কথা বলেন। বুধবার দুপুরে কাকরাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে এ এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তরুণদের আরও শক্ত করে জেগে উঠার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, আমাদের একমাত্র কাজ মানুষকে জাগিয়ে তোলা। সংগঠিত করা। এরমধ্য দিয়ে ১৫ বছর ধরে যে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি, তার পতন নিশ্চিত করা। বিএনপি মহাসচিব বলেন, ৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক করার কিছু নেই। এটি বিতর্ক করলে দেশের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক করা হবে। যারা বিতর্ক করে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি নয়। তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল একটা, তা হলো গণতন্ত্র। এ সরকার ১৫ বছরে গণতন্ত্র নিয়ে কোনো কাজ করেনি, বরং ক্ষমতায় টিকে থাকতে নির্বাচন ক্ষমতাকেন্দ্রিক ব্যবহার করেছে। এমনকি যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, তাদের জেলে পুড়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান বলেন, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশ্বাস করে না। তারা মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা গণতন্ত্র চায় না। আমরা এমন একটা দেশ চাই, যে দেশে ভোটের অধিকার থাকবে। `জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক নন, পাঠক, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, জিয়াউর রহমানকে কে লেখা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কার লেখা পাঠ করেছেন। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে কাউকে তো খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু কথা বলার রাজনীতি করলে হয় না। মন মানসিকতার দিক দিয়ে আমরা আফ্রিকার জঙ্গলে আছি মন্তব্য করে হাফিজ বলেন, সেতু, ব্রিজ দিয়ে কি হবে। এটা তো উন্নয়ন নয়। যেখানে আমি আমার ভোট দিতে পারি না। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যুদ্ধ করে যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, ইনশাআল্লাহ বিএনপির বিজয় হবে। গণতন্ত্রের বিজয় হবে। আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু, আব্দুল্লাহ আল নোমান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সালাম, মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাত, সাধারণ সম্পাদক সাদেক খান, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির প্রমুখ।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

এডিস মশা নিধনে দক্ষিণ সিটির চিরুনি অভিযান শুরু: তাপস

গত বছর যেসব এলাকায় দশজনের বেশি ডেঙ্গুরোগী পাওয়া গেছে সেসব এলাকায় চিরুনি অভিযান শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। বুধবার (২৭ মার্চ) সকালে ৬৯ নম্বরে বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্রের উদ্বোধন শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন তাপস। এডিস মশার প্রকোপ সংক্রান্ত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মেয়র শেখ তাপস বলেন, `গতবার যেসব এলাকায় দশজনের বেশি ডেঙ্গুরোগী পাওয়া গেছে সেসব এলাকায় আমরা চিরুনি অভিযান পরিচালনা করেছি। সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আমরা থানা, আবাসন, প্রাথমিক-উচ্চ ও মহাবিদ্যালয়ে যৌথভাবে অভিযান করেছি। এর মাধ্যমে সচেতনতা যেমন বেড়েছে তেমনি জনগণের সম্পৃক্ততাও বেড়েছে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

৩০ প্রকল্প একনেকে তুলবেন পরিকল্পনামন্ত্রী

মাত্র একটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় রেকর্ড সংখ্যক ৩০টি প্রকল্প উত্থাপন করতে যাচ্ছেন পরিকল্পনামন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুস সালাম। নিজ ক্ষমতাবলে এ প্রকল্পগুলো আগেই অনুমোদন দিয়েছেন তিনি। এছাড়া চলমান প্রকল্পের আওতায় রেলের ইঞ্জিন ও কোচ সংগ্রহে ব্যয় বাড়ছে, সঙ্গে মেয়াদও। এ প্রকল্পটিও একনেক সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে। `বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০টি মিটারগেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ এবং ১৫০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ (১ম সংশোধিত), প্রকল্পটি একনেক সভায় উপস্থাপন করা হবে। মূল প্রকল্পের ব্যয় ছিল এক হাজার ৭৯৯ কোটি ১১ লাখ টাকা। পরে বিশেষ সংশোধনীতে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় এক হাজার ৮৬৯ কোটি টাকা। প্রথম সংশোধনীতে দুই হাজার ১৫৭ কোটি টাকা মোট ব্যয়ের প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে দক্ষিণ কোরিয়া। অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সংক্রান্ত তথ্য প্রকল্পের জন্য ইডিসিএফ,র মোট দুটি ঋণচুক্তি সম্পন্ন করে ২০১৬ সালের ১৯ অক্টোবর। লোকোমোটিভ সংগ্রহের জন্য ঋণের পরিমাণ ৯ দশমিক ১ কোটি ডলার চুক্তির মেয়াদ ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর এবং যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহের জন্য ঋণের পরিমাণ ১০ দশমিক ১০ কোটি ডলার চুক্তির মেয়াদ ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। কিন্তু প্রকল্পের কাজ এখনো শেষ না হওয়ায় সময় ও মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) সকাল ১০টায় শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভা হবে। চলতি অর্থবছরে এটি অষ্টম সভা। সভায় সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। সভায় এ প্রকল্পসহ মোট ১১টি প্রকল্প উপস্থাপন করা হবে। এসব প্রকল্প অনুমোদন দেবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া পরিকল্পনামন্ত্রী তার নিজের ক্ষমতাবলে ৩০টি প্রকল্প আগেই

অনুমোদন দিয়েছেন। এগুলো একনেকে অবগতি করার জন্য উপস্থাপনা করা হবে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ১৪টি, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের ৯টি, শিল্পশক্তি বিভাগের একটি এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের ৬টি রয়েছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে গবেষণায় জোর দিতে হবে: কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। দেশের জীবিকা নির্বাহ কৃষি এখন বাণিজ্যিকীকরণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমানে দেশে খাদ্যের কোনো ঘাটতি নেই। তবে জনসংখ্যা বাড়ছে আর চাষের জমি কমছে। তিনি বলেন, এসব কারণে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করার জন্য গবেষণা আরও জোরদারের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের স্বল্প জীবনকালীন ও উচ্চফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং খাদ্যের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। বুধবার (২৬ মার্চ) সকালে রাজধানীর খামারবাড়িতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে `বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি, শীর্ষক কর্মশালায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী। কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের বিজ্ঞানী ও গবেষণা সংস্থাগুলো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে নতুন জাত উদ্ভাবনে সময় কমিয়ে আনতে হবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে ফসলের নতুন উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। অনুষ্ঠানে বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ারের সভাপতিত্বে কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, ঢাকায় নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত লিলি নিকোলস, কানাডার ইউনিভার্সিটি অব সাস্কাচুয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট বালজিৎ সিং, বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক এবিএম খালদুন প্রমুখ বক্তব্য দেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) মধ্যে ২০২০ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট চত্বরে বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেছেন। এ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে কানাডার প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যাবে এবং দু,দেশের মধ্যে কৃষিখাতে সহযোগিতা আরও জোরদার হবে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

বৃহস্পতিবার রাজনীতিবিদদের সম্মানে বিএনপির ইফতার

রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সম্মানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছে বিএনপি। আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) রাজধানীর লেডিস ক্লাবে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান। এর আগে গত ১২ মার্চ পবিত্র রমজানের প্রথম ইফতার এতিম ও আলেম-ওলামাদের সঙ্গে করেন বিএনপি নেতারা। এরপর ২৪ মার্চ রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকদের সম্মানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে বিএনপি।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

কারাবন্দি নীরবের বাসায় রিজভী

কারাবন্দি যুবদলের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম নীরবের পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নিতে তার বাসায় গেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বুধবার (২৭ মার্চ) দুপুরে নীরবের গুলশানের নিকেতনের বাসায় গিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে মামলা ও জামিনের সর্বশেষ অবস্থার খোঁজ নেন এবং তাদের সান্ত্বনা দেন রিজভী। রিজভীর সঙ্গে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ও সহ-শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হুমায়ুন কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের গণহত্যা মানবতাকে ধ্বংস করেছে: ন্যাপ

ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারিত্ব ও গণহত্যা মানবতাকে ধ্বংস করছে বলে মন্তব্য করেছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ। বুধবার (২৭ মার্চ) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে পার্টির চেয়ারম্যান জেবেল রহমান গানি ও মহাসচিব এম. গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় যে মানবতাবিরোধী অপরাধ চালাচ্ছে, তা বিশ্বের কোনো শান্তিকামী মানুষই মেনে নিতে পারেনা। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে কয়েক দশক আগে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে গড়ে ওঠা ইসরায়েল রাষ্ট্রটির কোনো বৈধতা নেই। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশই ইসরায়েলকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। তারপরও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং এর দোসরদের সহযোগিতায় ইসরায়েল রাষ্ট্রটি সব

আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ফিলিস্তিনের বেশিরভাগ ভূমি নিজেদের করায়ত্ত করেছে। ফিলিস্তিনের জনগণের উপর বহুবার নৃশংস হামলা চালিয়েছে।

নেতৃদ্বয় বলেন, পবিত্র রমজানেও ফিলিস্তিনি জনগণ গণহত্যা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। গাজায় নির্বিচারে নারী ও শিশু হত্যা গোটা বিশ্ব বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ইসরায়েলি বাহিনী গাজার হাসপাতাল, রিফিউজি ক্যাম্প, ত্রাণ বিতরণস্থলসহ সর্বত্র বেসামরিক নিরস্ত্র মানুষের ওপর নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে। ফলে সেখানে এক মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলেন, প্রতিদিন ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে গাজার লোকেরা শহীদ হচ্ছেন। এই রমজানে তারা ঘাস খেয়ে জীবনযাপন করার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাদের ত্রাণ শিবিরগুলোতে পর্যন্ত দখলদার বাহিনী হামলা চালাচ্ছে। অথচ গোটা পৃথিবীর বিবেক হিসেবে যারা দাবি করে তারা এর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তারা যে কোনো কিছু হলেই মানবাধিকারের কথা বলে, মানবতার কথা বলে কিন্তু ফিলিস্তিনের গণহত্যা নিয়ে তারা কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ন্যাপ নেতৃদ্বয় আরও বলেন, স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিন আল-আকসা মুসলমানদের প্রথম কেবলা। আল-আকসা মুসলমানের পুণ্য ভূমি। এটি মুসলিম উম্মাহর সম্পদ। এ সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব শুধু ফিলিস্তিনিদের নয়, এ দায়িত্ব গোটা মুসলিম উম্মাহর। দীর্ঘ প্রায় আট দশক ধরে দখলদার ইসরায়েল গাজা দখল করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আসছে। আর ইসরায়েলকে সহায়তা করছে পশ্চিমাগোষ্ঠী। পশ্চিমারা ইসরায়েলকে দিয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্য অশান্ত করে রেখেছে। তারা বলেন, আমরা ইফতার করছি, সেহরি করছি, রোজা রাখছি। কিন্তু কষ্টের বিষয় হচ্ছে আমাদের হৃদপিণ্ড ফিলিস্তিনের মানুষ আজ সেহরি ও ইফতার করার কোনো ব্যবস্থা ছাড়াই রোজা রাখছে। দিনকে দিন ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে মুসলমানদের মুছে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। পশ্চিমাদের ভয়ভীতি উপেক্ষা করে বাংলাদেশ ইসরায়েলি গণহত্যা বন্ধের পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার ব্যাপারেও সোচ্চার রয়েছে। যা বাঙালিদের জন্য গর্বের বিষয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

ঈদের বেতন-বোনাস নিয়ে শঙ্কা ৪০০,র বেশি কারখানায়

প্রতি বছর দুই ঈদের আগে দেশের তৈরি পোশাক কারখানার বহু শ্রমিকের বেতন-বোনাস বকেয়া থাকে। ঈদের আগে ঘোষণা ছাড়াই হুটহাট বন্ধ করে দেওয়া হয় অনেক কারখানা। ছাঁটাই করা হয় কর্মীদের। এসব কারণে প্রতিবারই ঈদ এলে বকেয়া বেতন-বোনাসের দাবিতে সড়কে নামতে বাধ্য হন পোশাকশ্রমিকরা। বিগত বছরগুলোতেও ঈদের আগে সড়ক অবরোধ, যানবাহনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবারই এসব কর্মকাণ্ডে ইন্ধন জুগিয়েছে এক শ্রেণির কুচক্রী মহল। শ্রমিকদের এসব আন্দোলনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উসকানিতে তৈরি হয়েছে নাশকতামূলক পরিবেশ। অবনতি ঘটেছে আইনশৃঙ্খলার। এ বছরও ঈদুল ফিতরের আগে দেশের অন্তত ৪১৬টি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য বেতন-ভাতা ও বোনাস হাতে পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ঈদের আগে তারা পাওনা বুঝে না পেলে এবারও চরম শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এতে কারখানা অধ্যুষিত শিল্প এলাকাগুলোতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রমজানের ঈদের ছুটির আগে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ করতে হবে। ঈদের আগে কারখানাগুলো কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারবে না। এজন্য কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিল্প পুলিশের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, আসন্ন ঈদে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধে সমস্যায় পড়তে পারে ৪১৬টি পোশাকশিল্প কারখানা। যার অর্ধেকের বেশি বিজিএমইএ (বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন) ও বিকেএমইএ (বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন),র সদস্যভুক্ত পোশাক কারখানা। আর্থিক সংকট, পর্যাপ্ত ক্রয়াদেশ না থাকাসহ নানা কারণে ঝুঁকিতে পড়েছে এই কারখানাগুলো। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ক্রয়াদেশ কমে যাওয়া, গ্যাস সংকটসহ অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক নানা কারণে চাপে আছে রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্প। যার প্রভাব পড়ছে শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধে। মার্চ মাস শেষ হতে চললেও এখনো ফেব্রুয়ারির বেতন দিতে পারেনি অনেক কারখানা। তার ওপর যুক্ত হচ্ছে ঈদ বোনাস। সংকট আছে অন্য খাতসমূহের কারখানায়ও। শিল্প পুলিশের হিসাবে, দেশে বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা ৪১৬টি। তার মধ্যে বিজিএমইএর সদস্য ১৭১টি, বিকেএমইএর ৭১টি, বিটিএমএর ২৯টি, বেপজার ১৩টি এবং এসবের বাইরে ১৩২টি কারখানা রয়েছে। তিন হাজার ৬০০টি কারখানার তথ্য বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে শিল্প পুলিশ। শিল্প পুলিশের কর্মকর্তারা বলছেন, রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে তিন পাশে শিল্পাঞ্চল। এসব পথ ধরেই ঈদে গ্রামে ফিরবে ঘরমুখো মানুষ। পোশাক কারখানার মালিকরা ঈদের আগে বেতন-বোনাস পরিশোধ না করলে শ্রমিকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হবে। এতে সড়ক অবরোধসহ সহিংস পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। এসময়ে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলে সড়কে দুর্ভোগে পড়তে হবে ঈদযাত্রীদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে জানান, শ্রমিকরা বেতন-বোনাসের দাবিতে রাস্তায় নামতে পারে। তখন পুলিশকে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। শ্রমিকদের সামনে ভিলেন হতে হয় পুলিশকে। কারণ, শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশকেই মুখোমুখি ভূমিকা নিতে হয়, তখন কারখানা মালিক সংশ্লিষ্টদের খুঁজেও পাওয়া যায় না। অতীতে ঈদের আগে বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলেও গত কয়েক বছর সেটি করা

হয়নি। এ বিষয়ে জানতে প্রশ্ন করা হলে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী জাগো নিউজকে বলেন, কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বেঁধে দেওয়া হয়নি। কোন শিল্পের মালিক কখন বেতন-বোনাস দিতে পারবেন, কখন দিতে পারবেন না, সেটা তো আমরা জানি না। আমরা শুধু বলেছি, ঈদের ছুটির আগে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করতে হবে। ঈদের আগে কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না। এটা আমাদের কড়া নির্দেশনা। তবে ঈদ সামনে রেখে দেশের পোশাক খাতে কোনো শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেবে না বলে আশা প্রকাশ করেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা কোনো বিশৃঙ্খলা বা ভাঙচুর চাই না। জানতে চাইলে বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম জাগো নিউজকে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পোশাকশিল্পে সংকট অনেক বেশি। নানা সংকটে ঘুরপাক খাচ্ছে কারখানাগুলো। ব্যাংকের সঙ্গে নানা রকম সংকট, আন্তর্জাতিক মার্কেটে অর্ডার কম, রপ্তানি কম- এ ধরনের প্রতিকূলতাও রয়েছে। অন্যদিকে সবকিছুর দাম বেড়েছে। গ্যাসের দাম বেড়েছে, অথচ কারখানাগুলোতে ঠিকমতো গ্যাস পাওয়া যায় না। এ কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। উৎপাদন ব্যাহত হলে সময়মতো পণ্য ডেলিভারি করা যায় না। এতে নির্ধারিত সময়ে টাকাও হাতে আসে না। তখন বেতন-বোনাস দিতে সমস্যা হয়। তিনি বলেন, নগদ প্রণোদনা বাবদ সরকার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। ঈদের আগে এই টাকা পেলে সমস্যা অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে।

২০২৪ সালকে দেশের পোশাকশিল্পের জন্য আরও কঠিন বছর উল্লেখ করে বিজিএমইএ সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ হীল রাকিব জাগো নিউজকে বলেন, বর্তমান অবস্থায় ভালো কারখানাগুলোর মালিকেরাও ভোগান্তিতে পড়ছেন। কারখানা মালিকরা কখনো বেতন-বোনাস বকেয়া রাখতে চান না। সবাই চান ঈদের আগে অন্তত শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করে তাদের ঈদের ছুটি দিতে। বাংলাদেশ শিল্পাঞ্চল পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. মাহাবুবর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ঈদের আগে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই যেন শ্রমিক ছাঁটাই বা লে-অফ করা না হয়- এ ব্যাপারে মালিকপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ, শ্রমিক ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে অনেক কারখানায় বিগত সময়ে ঈদের আগে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। `ঈদের আগে কোনো পোশাক মালিক বেতন-ভাতা দিতে ব্যর্থ হলে বিকল্প কোনো উপায় বের করার জন্য মালিকপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিশৃঙ্খলা হতে পারে- গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য এ রকম কারখানা শনাক্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মালিক, পুলিশ প্রশাসন- কার কী করণীয় সেটাও নির্ধারণ করা হয়েছে।, শিল্প পুলিশের এ কর্মকর্তা আরও বলেন, মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে, ঈদের বোনাস যেন এপ্রিলের শুরুতে পরিশোধ করা হয়। ঈদের ছুটির আগেই যেন মার্চ মাসের বেতন দেওয়া হয়। মালিক ও শ্রমিকদের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ঈদের ছুটি যেন পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয়। `ঈদুল ফিতর সামনে রেখে শ্রমিকদের বেতন-ভাতাকে ইস্যু করে কোনো কুচক্রী মহল যেন উসকানি দিয়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে না পারে- এ বিষয়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করে সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,- যোগ করেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ প্রধান মাহাবুবর রহমান। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা চায় ইউনেসকো কমিশন

ইউনেসকোর নাম অপব্যবহার করে প্রতারণা ও পরিকল্পিত মিথ্যাচার করায় নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ইউনূস সেন্টারের বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার ব্যাখ্যা চাইবে বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশন। কমিশনের ভাষ্য, `বিষয়টি যেহেতু প্রতারণামূলক এবং পরিকল্পিত মিথ্যাচার, সেহেতু তাদের (ড. ইউনূস ও ইউনূস সেন্টার) বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার ব্যাখা চাওয়া হবে।

,বুধবার (২৭ মার্চ) গণমাধ্যমে পাঠানো `ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ট্রি অব পিস প্রদান: বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনের বক্তব্য, শীর্ষক এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। বিবৃতিতে সই করেছেন কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল জুবাইদা মান্নান। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ঢাকার কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় এবং ইউনূস সেন্টারের অফিসিয়াল ওয়েব পেজে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ইউনেসকো কর্তৃক `ট্রি অব পিস, পুরস্কার প্রদানের সংবাদটিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনের (বিএনসিইউ) দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। `ইউনূস সেন্টার কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে পত্রিকায় যে সংবাদ ছাপা হয়েছে, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১৬ মার্চ আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত ১১তম গ্লোবাল বাকু ফোরোমে ড. ইউনূসকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। কিন্তু ইউনেসকো ঢাকা অফিস জানিয়েছে, প্যারিসস্থ ইউনেসকো সদরদপ্তর এ বিষয়ে একেবারেই অবহিত নয়।, এতে আরও বলা হয়, `১১তম বাকু ফোরাম যেখানে এ সম্মাননা দেওয়ার সংবাদ প্রচার হয়েছে, সেখানে ইউনেসকোর কোনো অফিসিয়াল প্রতিনিধিত্বই ছিল না। অধিকন্তু ইউনূস সেন্টার কর্তৃক দাবিকৃত সম্মাননা ইউনেসকোর কোনো পুরস্কার বা সম্মাননাও নয়।

ড. ইউনূসকে `ট্রি অব পিস, নামক একটি ভাস্কর্য স্মারক/সম্মাননা প্রদান করেন ইসরায়েলি ভাস্কর্যশিল্পী মিস হেদভা সের। মিজ হেদভা নিজে নিশ্চিত করেছেন যে, ড. ইউনূসকে `ট্রি অব পিস, প্রদানে ইউনেসকোর কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। নিজামি গজনবী ইন্টারন্যাশন্যাল সেন্টারের আমন্ত্রণে ইসরায়েলি ভাস্কর্যশিল্পী মিস হেদভা সের ড. ইউনুসকে এটি

প্রদান করেন। মিস হেদভা সের ইউনেসকোর সাংস্কৃতিক কূটনীতিবিষয়ক গুইউইল অ্যাম্বাসেডর। কিন্তু ইউনেসকোর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি নন এবং ইউনেসকোর কোনো পুরস্কার/সম্মাননা দেওয়ার এখতিয়ার রাখেন না। সুতরাং উল্লিখিত বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশন ড. ইউনূস পরিচালিত ইউনূস সেন্টার কর্তৃক প্রেরিত এবং প্রচারিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং প্রতারণামূলক বলে মনে করে তার নিন্দা জানাচ্ছে। বাংলাদেশ ইউনেসকোর অন্যতম সক্রিয় সদস্যরাষ্ট্র। ভবিষ্যতে ইউনেসকোর মতো জাতিসংঘের এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং সুখ্যাতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নাম অপব্যবহারের বিষয়ে ড. ইউনূস এবং ইউনূস সেন্টারকে সতর্ক করা হলো। একই সঙ্গে বিষয়টি যেহেতু প্রতারণামূলক এবং পরিকল্পিত মিথ্যাচার, সেহেতু তাদের বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার ব্যাখা চাওয়া হবে।,

বিবৃতিতে একেবারে নিচের অংশে সম্প্রতি শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে ড. ইউনূসের কারাদণ্ডের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে কোনো মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার বা সম্মাননা দেওয়া সমীচীন নয় বলেও এতে বলা হয়। সেখানে আরও বলা হয়েছে, গত ১ জানুয়ারি বাংলাদেশের আদালত ড. ইউনূস এবং গ্রামীণ টেলিকমের আরও তিনজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে ছয়মাসের কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ৩০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে। ড. ইউনুস এবং তার সহযোগীরা এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন, যেটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। এছাড়া আয়কর আইন লঙ্ঘনের জন্য তার ব্যক্তিগত আয়কর দাবি আদালতে বিচারাধীন। সুতরাং তিনি যতদিন আদালত কর্তৃক নির্দোষ প্রমাণিত নন, ততদিন তাকে কোনো মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান সমীচীন নয়। বিবৃতিতে জানানো হয়, বাংলাদেশে ইউনেসকোর সঙ্গে কার্যক্রমের জন্য সরকারের ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে, কেউ যেন ইউনেসকোর নামের অপব্যবহার কিংবা অপপ্রয়োগ না করতে পারে—সেটি নিশ্চিত করা। সে হিসেবে ইউনেসকোর নাম অপব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনের পক্ষ থেকে ইউনেসকো ঢাকা অফিস এবং ইউনেসকোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শ করে ইউনেসকো সদর দপ্তরকে অবহিত করা হবে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়লো আরও ৬ মাস

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত রেখে মুক্তির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ালো সরকার। এ নিয়ে সরকারের নির্বাহী আদেশে আটবারের মতো তার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হলো। আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ সংক্রান্ত নথি অনুমোদনের পর গত ২১ মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে মুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। মুক্তির বর্ধিত মেয়াদে খালেদা জিয়া ঢাকার নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা নেবেন এবং এসময়ে তিনি দেশের বাইরে যেতে পারবেন না বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদন এবং আইন ও বিচার বিভাগের আইনগত মতামতের আলোকে `দ্য কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর, এর ধারা-৪০১(১) এ দেওয়া ক্ষমতাবলে দুটি শর্তে (ঢাকাস্থ নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা ও দেশের বাইরে যেতে পারবেন না) তার (খালেদা জিয়ার) দণ্ডাদেশ ২৫ মার্চ থেকে ৬ মাসের জন্য স্থগিত করা হলো। খালেদা জিয়ার স্থায়ী মুক্তি ও চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে তার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার গত ৬ মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। পরে সেই আবেদনের বিষয়ে মতামত নিতে সেটি আইন মন্ত্রণালয় পাঠানো হয়। আইন মন্ত্রণালয় আগের দুটি শর্তে খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর বিষয়ে মতামত দেয়। সর্বশেষ গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ ছয় মাস বাড়ানো হয়েছিল। সেই মেয়াদ ২৫ মার্চ শেষ হয়। খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, লিভার, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। অসুস্থতা বাড়লে মাঝে মাঝে তাকে হাপাতালে নিতে হচ্ছে। রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে স্বাস্থ্যের কিছু পরীক্ষা শেষে গত ১৪ মার্চ গুলশানের বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া।

এর আগে ১৩ মার্চ রাতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। দুটি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত খালেদা জিয়া কারাবন্দি ছিলেন। নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত রয়েছে। জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন বকশীবাজার আলিয়া মাদরাসা মাঠে স্থাপিত ঢাকার ৫ নম্বর বিশেষ আদালত। রায় ঘোষণার পর খালেদাকে পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে অবস্থিত পুরোনো কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রাখা হয়। এরপর ৩০ অক্টোবর এই মামলায় আপিলে তার আরও পাঁচ বছরের সাজা বাড়িয়ে ১০ বছর করেন হাইকোর্ট। একই বছরের ২৯ অক্টোবর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়াকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন একই আদালত। রায়ে সাত বছরের কারাদণ্ড ছাড়াও খালেদা জিয়াকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। ২০২০ সালের মার্চে করোনা মহামারি শুরু হলে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী আদেশে দণ্ড স্থগিত করে কারাবন্দি খালেদা জিয়াকে

সরকার শর্তসাপেক্ষে ছয় মাসের জন্য মুক্তি দেয়। এরপর পরিবারের আবেদনে দণ্ড স্থগিতের মেয়াদ সাতবার বাড়ানো হয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

বিএনপি সত্যিই ভারতীয় পণ্য বর্জন করতে পারে কি না: প্রধানমন্ত্রী

বিএনপি সত্যিকার অর্থে ভারতীয় পণ্য বর্জন করতে পারে কি না, জানতে চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার (২৭ মার্চ) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপির এক নেতা চাদর খুলে বলে দিয়েছেন, ভারতের পণ্য ব্যবহার করবেন না। যে নেতারা বলছেন, ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন। তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তারা বউদের কাছ থেকে শাড়িগুলো এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছেন না? আমি জানি, বিএনপির বহু মন্ত্রীর বউরা ওখানে গিয়ে শাড়ি কিনে এনে এখানে বেচতো। আমি বিএনপি নেতাদের বলবো, তাদের বউরা যেন ভারতীয় শাড়ি না পরেন। যেদিন ওগুলো এনে অফিসের সামনে পোড়াবেন, সেদিন বিশ্বাস করবো, আপনারা ভারতীয় পণ্য বর্জন করলেন। তিনি বলেন, তাদের কারও পাকের ঘরে যেন ভারতীয় মসলা না দেখা যায়। এটা তারা করতে পারবেন কি না? আপনারা রংঢং করতে ওস্তাদ। সত্যিকার অর্থে বর্জন করছেন কি না, এটা জানতে চাই। সরকারপ্রধান বলেন, বিএনপির এক নেতা বলছেন, গণতন্ত্র কোথায়? গণতন্ত্র আপনি দেখবেন কীভাবে। না দেখতে পারা তাদের মুদ্রাদোষ বলা যায়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কী? গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল। এটাই তো। ক্যান্টনমেন্টের হাতে ক্ষমতা থাকলে গণতন্ত্র থাকবে? যাদের হাতে ডান্ডা আছে, তাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে আপনারা ঠান্ডা? জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকুক চান না?

তিনি বলেন, আমাদের কিছু আঁতেল আছে এদেশে। বুদ্ধিজীবী! বুদ্ধি বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করে যারা। বুদ্ধির অবশ্যই দরকার আছে। কারণ বুদ্ধি না হলে তো দেশ এগোতে পারবে না। জনগণের গণতন্ত্রে তারা বিশ্বাস করে না। কিছু অতিবাম ও অতিডান একসঙ্গে হয়ে গেছে। বিপ্লব করতে করতে দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন হতে হতে তারা নিজেরাই শেষ। নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি নেতাদের দেখা পেলেই বউদের শাড়ি এবং মসলার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন ২৫ মার্চ বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ চালায়, সেই পাকিস্তানি আর্মির একজন কিন্তু জিয়াউর রহমান। সেও হামলা চালিয়েছে। একজন অফিসারের মাধ্যমে ঘোষণা দিলে বিশ্বাসযোগ্য হবে, এজন্য তাকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করানো হয়েছিল। আমরা সবার অবদান স্বীকার করি। রেডিও,র ঘোষক আছে, টিভির ঘোষক আছে, এমনকি আজকের এই অনুষ্ঠানেরও তো ঘোষক আছে। তিনি বলেন, আসলাম বেগ তো ঘোষণা দিয়েছে, জিয়াউর রহমানের কার্যক্রমে তারা সন্তুষ্ট। কেন জানেন? সবচেয়ে বেশি মুক্তিযোদ্ধা হত্যা হয়েছে, জিয়াউর রহমানের সেক্টরে। সে কখনো যুদ্ধ পরিচালনাই করেনি, নিজেকে নিরাপদ জায়গায় রেখেছে। তার নেতৃত্বের অভাবেই এতবেশি হতাহত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন বিএনপি নেতারা বলেন, ২৫ মার্চ নাকি আওয়ামী লীগের নেতারা পালিয়ে গিয়েছিল। তাহলে যুদ্ধটা করলো কে? বিজয় কে আনলো? মুজিবনগর সরকার গঠন করে শপথ নিয়ে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করলো। সরকারপ্রধান ছিল শেখ মুজিবুর রহমান। তার গ্রেফতারের পর উপ-রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে সেই সরকারের অধীনে এদেশে যুদ্ধ হলো।

যারা বলছে, পালিয়ে গেলো- তাহলে যুদ্ধটা করলো কে? আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে জিয়াউর রহমান তো বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে চাকরি করেছে। সামরিক অফিসার হিসেবে সে এখানে দায়িত্ব পালন করেছে। সে যে মেজর থেকে মেজর জেনারেল হলো, সেটা কে দিয়েছে? আওয়ামী লীগ সরকার দিয়েছে। এটাও অকৃতজ্ঞরা ভুলে যায়। `বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশ তো এক কদম এগোতে পারেনি। আমি বলি, এক কদম এগোতে দেওয়া হয়নি, যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধে আমরা প্রতিবেশীসহ অনেক দেশের সহায়তা পেয়েছি। আবার পেয়েছি, অনেক বড় দেশের বৈরিতা। অবশ্য, সে দেশের নাগরিকদের সমর্থনও পেয়েছি। যারা আমাদের স্বাধীনতায় সহায়তা করেছে, তাদের আমরা সম্মানিত করেছি, স্বীকৃতি দিয়েছি। একমাত্র বাংলাদেশই এটা করেছে। এতে বাংলাদেশও সম্মানিত হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, কেউ বলছে, গণতন্ত্র নাই। দেশের কোনো উন্নতিই হয়নি। স্বাধীনতার পরও এমন কিছু কর্মকাণ্ড আমরা দেখেছি। জাতির পিতাকে সময় দেয়নি। স্বাধীন হওয়ার পরই শুরু হলো সমালোচনা। নতুন বিপ্লবসহ নানা ধরনের কথা। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, স্বাধীনতাবিরোধীরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল- মানুষের মন থেকে জাতির পিতাকে মুছে ফেলা। সফল হয়নি। যার কারণে তাকে থামিয়ে দিতে হত্যার পথ বেছে নেয়।

তিনি বলেন, একটি জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে বিজয় এনে দেওয়া জাতির পিতার মতো বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিল বলে সম্ভব হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলা, সবই তিনি করেছেন। এই জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পার করেছি, এর ২৯ বছর ছিল জাতির দুর্ভাগ্যের। স্বাধীনতার পর পরই মাত্র তিন বছরে একটি স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলেন শেখ মুজিব। আইন, নীতিমালাসহ সবকিছু করে দিয়ে যান। একটি সংবিধান আমাদের উপহার দিয়েছেন। এতে আমাদের প্রতিটি অধিকারের কথা বলা আছে। আলোচনায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, শেখ ফজলুল করিম

সেলিম, ড. আব্দুর রাজ্জাক, শাজাহান খান, দলের স্বাস্থ্য সম্পাদক ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বেনজির আহমেদ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির ও ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এ মান্নান কচি প্রমুখ।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ:২৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

BBC

FIVE DEAD IN COACH CRASH ON GERMAN MOTORWAY

At least five people have been killed and others injured in a motorway crash involving a coach near the eastern German city of Leipzig. The coach, reportedly run by FlixBus, veered to the right on the busy A9 autobahn before falling onto its side. Unconfirmed reports said the FlixBus service had left Berlin and was on its way to Nuremberg en route to Zurich. Officials in the state of Saxony said their thoughts were with the victims.
(BBC Web Page: 27/03/24, FARUK)

THAILAND MOVES TO LEGALIZE SAME-SEX MARRIAGE

Thailand has taken a historic step closer to marriage equality after the lower house passed a bill giving legal recognition to same-sex marriage. It still needs approval from the Senate and royal endorsement to become law. But it is widely expected to happen by the end of 2024, making Thailand the only Southeast Asian country to recognize same-sex unions. It will cement Thailand's reputation as a relative haven for LGBTQ+ couples in a region where such attitudes are rare. (BBC Web Page: 27/03/24, FARUK)

SON OF G BISSAU EX-PRESIDENT JAILED FOR DRUGS COUP PLOT

The son of Guinea-Bissau's ex-president has been sentenced to over six years in prison by a US court for leading an international heroin trafficking ring. Malam Bacai Sanha Jr, 52, planned to use the proceeds to fund his ambitions to become Guinea-Bissau's president through a coup, authorities say. He is the son of Malam Bacai Sanha, who led the West African country from 2009 until his death in 2012. (BBC Web Page: 27/03/24, FARUK)

EUROPEAN FLYING CAR TECHNOLOGY SOLD TO CHINA

The tech behind a flying car, originally developed and successfully test-flown in Europe, has been bought by a Chinese firm. Powered by a BMW engine and normal fuel, the AirCar flew for 35 minutes between two Slovakian airports in 2021, using runways for take-off and landing. It took just over two minutes to transform from a car into an aircraft. Now vehicles made based on its design will be used within a specific geographical region of China.
(BBC Web Page: 27/03/24, FARUK)

AFTER MOSCOW ATTACK, MIGRANTS FROM CENTRAL ASIA ARE ON ALERT.

An increase in beatings, vandalism and episodes of racism against Central Asian migrants has been reported in Russia since the deadly attacks at Moscow's Crocus City Hall last Friday. Four Tajik nationals have been accused of killing 139 people in the attack, claimed by jihadist group Islamic State. Several other suspects have been arrested, all of Central Asian origin. Central Asian migrants make up a sizeable proportion of Russia's migrant labour population, particularly in the retail, transportation and construction sectors.
(BBC Web Page: 27/03/24, FARUK)

WOMAN AND TWO GIRLS KILLED LORRY CRASH

A woman and two girls have have died after the car they were travelling in collided with a lorry in County Mayo. The collision occurred on the N17 in Claremorris, at about 14:00 local time on Tuesday. The victims, who are believed to be related, were pronounced dead at the scene, Irish broadcaster RTE understands. Their bodies were removed from the scene to Mayo University Hospital. (BBC Web Page: 27/03/24, FARUK)

ISRAEL SAYS UN RESOLUTION DAMAGED GAZA TRUCE TALKS

Israel says Hamas's rejection of a current proposal for a Gaza truce deal with Israel shows the damage done by the UN Security Council resolution demanding an immediate ceasefire. Prime Minister Benjamin Netanyahu's office said Israel would not surrender to what it called the Palestinian armed group's delusional demands. They include an end to the war and the complete withdrawal of Israeli forces. The US called the Israeli statement inaccurate in almost every respect. (BBC Web Page: 27/03/24, FARUK)

::The End::